ভাষাবিজ্ঞান
দ্বাদশ শ্রেণি

ভাষাবিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা

বর্ণনামূলক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

১. ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান পদ্ধতিগুলো কী কী? এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

উ ঃ ভাষা সম্পর্কে আলোচনা বা ভাষার বিশ্লেণ দুইভাবে হতে পারে —

(১) কোনো ভাষার একটি নির্দিষ্ট কালের রূপ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে।

(২) কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে।

প্রথমটিকে বলা হয় এককালিক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। এছাড়া তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা আধুনিককালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ক) **বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান :** বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলা হয় Synchronic Linguistics। Chronos শব্দের অর্থ 'একটি কাল'। 'Syn' অর্থ 'সঙ্গে'। অর্থাৎ Synchronic Linguistics একটি কালের বা সমকালের প্রচলিত ভাষার গঠনরীতির বিচার বিশ্লেষণ করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন দেশে এই ভাষাবিজ্ঞানের পথ চলা শুরু। সাধারণভাবে যেসব ভাষার কোনো অতীত নিদর্শন নেই, সেগুলোর আলোচনায় এই পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক বেশি।

খ) **ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান :** ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানকে ইংরেজিতে বলা হয় Diachronic Linguistics। 'Dia' শব্দের অর্থ 'অতিক্রম করে'। সুতরাং যে ভাষাবিজ্ঞানে যে কোনো ভাষার বিচার বিশ্লেষণে একটি কালকে অতিক্রম করে যাওয়া হয়, সেই ভাষাবিজ্ঞানকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে। এই বিচারপদ্ধতিতে আলোচনা করা হয় একটি ভাষার কালগত রূপান্তর সম্পর্কে। শুধু তাই নয়, কী কী কারণে এই কালগত রূপান্তর হয়ে থাকে, তারও বিধিসম্মত আলোচনা করা হয় এখানে।

গ) **তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান :** তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলতে যা বুঝি, তার সূত্রপাত করেন স্যার উইলিয়াম জোনস্ (১৭৪৬-১৭৯৪)। ১৭৮৬ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতায় তিনি প্রথম গ্রিক, লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি ধরিয়ে দেন স্যার উইলিয়াম জোনস্ । তাঁর দাবি, এই ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা ঐক্যসূত্র। ভাষাগুলো একটি মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন।

দ্বাদশশ্রেণির ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা অংশের প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর
(উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী কম-বেশি ১৫০ শব্দে)

২. ফলিত ভাষাবিজ্ঞান কী? এর বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করে যেকোনো একটি বিভাগের আলোচনা করো। ১+২+২ = ৫

উ ঃ ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের যে আলোচনাক্ষেত্রে ভাষার সঙ্গে সমাজের তথা অন্যান্য বিদ্যাচর্চার পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইসব ক্ষেত্রে ভাষার অবদান বা প্রয়োগ আলোচিত হয়, তাকে ফলিত ভাষাবিজ্ঞান বলে।

ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি :

- সমাজভাষাবিজ্ঞান
- মনোভাষাবিজ্ঞান
- স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান
- নৃভাষাবিজ্ঞান
- শৈলীবিজ্ঞান
- অভিধানবিজ্ঞান ... ইত্যাদি।

মনোভাষাবিজ্ঞান :

ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগে ভাষার সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক আলোচিত হয়, তাই মনোভাষাবিজ্ঞান। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় -- শিশুর ভাষাশিক্ষা।

মানবশিশু তার ভাষিক পরিবেশ থেকে অনুকরণের মাধ্যমেই ভাষা শেখে -- দীর্ঘদিনের এই বিশ্বাস নস্যাৎ করে আমেরিকার দার্শনিক তথা ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি ১৯৬০ সালে বললেন মানুষের মস্তিষ্কই ভাষা শেখার যন্ত্র (Language acqisition device -LAD), পরে তাকে পরিমার্জিত করে বলেন ব্যবস্থা (Language acqisition system-LAS) । মানবমস্তিষ্কে পূর্ব থেকেই উপস্থিত এক সর্বজনীন ব্যাকরণ আছে বলে তিনি মনে করেন যা শিশুকে এই LAD - LAS এর মাধ্যমে অনুকরণধর্মিতা থেকে সৃজনশীলতায় নিয়ে যায়।

মনোগত স্মৃতি, বুদ্ধি, উদ্বেগ প্রভৃতি যে ভাষাগত সমস্যার মূলে থাকে এবং মানুষের ভাষাগত ভুল যে অনেকাংশেই মানসিক সমস্যার কারণে ঘটে থাকে, মনোভাষাবিজ্ঞান সেই তথ্যও জানায়।

৩. স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান কী। তার আলোচনার ক্ষেত্রটি লেখো।

উ ঃ মানুষের মস্তিষ্ক এবং ভাষাব্যবহারগত সমস্যার পারস্পরিক আলোচনা হয় ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায়, তাকে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান বলে।

মানবমস্তিষ্ক কীভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ভাষাবোধ তৈরি তথা তার সুষ্ঠু প্রয়োগে কাজে লাগে, তাই আলোচিত হয় স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানে।

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অফ পারি-তে পল ব্রোকা এক রোগীর (লুই ভিকতর লেবোঁ) মৃত্যুর পরে তার মস্তিষ্ক-ব্যবচ্ছেদ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে গত একুশবছর ধরে যে সে tan শব্দটি ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারেনি তার কারণ ঐ রোগীর মস্তিষ্কের বামগোলার্ধের অক্ষমতা। এ থেকে জানা গেল বলা, লেখা, পড়া, গণনা, চিন্তা, বিশ্লেষণের মতো বৌদ্ধিক কাজ মানব-মস্তিষ্কের বামগোলার্ধের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ভাষা শেখা এবং প্রক্রিয়াকরণ ২. ভাষাগত সমস্যার সংস্কার

মস্তিষ্কের থ্যালামাস বেসাল গ্যাংলিয়া ও ধূসর বস্তু অঞ্চল কীভাবে আমাদের ভাষার বিকাশে সহায়তা করে তা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখা গবেষণা করে। ভাষার সৃষ্টি, প্রয়োগ এবং তার সংস্কারের নানাদিক আলোচনা করে স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান।

৪. শৈলীবিজ্ঞান কী? লাঙ্ পারোল কী?

উ ঃ ভাষা মনের ভাব প্রকাশক ব্যবস্থা হলেও তা ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর বিশিষ্টতা লক্ষ্যণীয়। ভাষার এই প্রয়োগজনিত বিশিষ্টতা ও তার বিশ্লেষণকে ফলিতভাষাবিজ্ঞান শৈলীবিজ্ঞান নাম দিয়েছে। শৈলীবিজ্ঞানের নিরিখ হল প্রয়োগনির্ভর। অর্থাৎ কোনো পাঠ্যবস্তুর লিখনরীতিই একমাত্র বিচার্য। স্যামুয়েল ওয়েসলি একেই বলেছেন ‘‘চিন্তার পোশাক” (The dress of thought). ভারতীয় আলংকারিক বামনের বিচারে ‘‘রীতিরাত্মা কাব্যস্য” আর ফরাসী প্রকৃতিবিদ গণিতবিদ বুফোঁর মতে "Style is the Man himself".

শৈলীবিচার মূলত দুইরকম :

১) মূল্যায়নভিত্তিক, উদাহরণ — বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখার শৈলীর পার্থক্য

২) বর্ণনামূলক, উদাহরণ — রবীন্দ্রনাথের ‘‘চোখের বালি” উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর” শেষের কবিতা” - উপন্যাসের শৈলীর পার্থক্য।

শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রকরণ হল —

ক) প্রমুখন খ) বিচ্যুতি গ) সমান্তরালতা ঘ) সংকেতবদল ঙ) বহুধ্বনিময়তা।

লাঙ পারোল

সুইস ভাষাতত্ত্ববিদ ফেদিনাঁ দ্য স্যসুর লাঙ্ (Language) বলতে বুঝিয়েছেন ভাষায় ব্যবহার করা হয় এমন সব উপাদান, অর্থাৎ — ধ্বনি, রূপ, শব্দ, বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আর পারোল (Parole) হল তাদের যথাযথ ব্যবহারে তৈরি বিশেষ বিশেষ রীতি। পারোল বিষয়ক আলোচনা শৈলীবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।